তটরেখা

PDO-ICZMP বুলেটিন | সংখ্যা-৮ | জুন ২০০৩

উপকূল অঞ্চলের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা

আমাদের কার্যক্রমের ১৫ মাস শেষ হল। আমরা এ সময়ে ছয়টি নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে এগোচ্ছি। একটি খতিয়ান নেই।

উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়নঃ এর মূল কাজ করব আমরা আগামী বছর (২০০৪)। তবে এর মাঝে আপনাদের সাথে আঞ্চলিক ওয়ার্কশপে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা উপকূল অঞ্চলের সমস্যা ও সুযোগের বর্ণনা করছি।

উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়নঃ বর্তমান সময়ে উপকূল অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। আমরা সেই নীতিমালা প্রণয়ন ও গ্রহণে সাহায্য করছি। মে, ২০০৩ সালে প্রথম আমরা একটা খসড়া প্রকাশ করেছি। খসড়াটির উপর আপনাদের ব্যাপক মতামত চাইব। কিছু আলোচনা সভা যেমন আমরা আয়োজন করব, তেমনি আপনারাও আপনাদের এলাকায়, আপনাদের ফোরামে আলোচনার আয়োজন করে এ খসড়াটিকে আপনাদের মতো করে তুলতে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন। এ বছরের ডিসেম্বরে একটি সর্বসম্মত খসড়া সরকারের কাছে দেয়ার আশা রাখি।

উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নঃ আমরা যা কিছু করছি, তা যথার্থ হবে যখন আমরা উপকূল অঞ্চলের জন্য একটি সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। আমরা এ লক্ষ্যে এগোচ্ছি। আগামী বছরের মাঝামাঝি একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরী করতে পারব। তালিকাই কি যথেষ্ট? এর জন্য প্রয়োজন সরকারের এবং দাতা দেশ সমুহের সমর্থন। আমরা প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছি। আমরা সবকিছু এক ছত্রছায়ায় করার চিন্তা করছি না। আমরা চাইছি, উপকুল অঞ্চলে আমাদের দেশের সীমাবদ্ধতায় যতটুকুই বিনিয়োগ করি, তা যেন সমন্বিত হয় এবং তা যেন এলাকাবাসীর উন্নয়নে সাহায্য করে। উপরের এ কাজগুলোকে সাহায্য করার জন্য আমরা আরো তিনটি কাজ করছি।

উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নঃ প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী উপকূল অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার মান বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশ খারাপ। তবে সেটাই শেষ কথা নয়। দুর্যোগ যেমন ব্যাপক, সুযোগও রয়েছে অনেক। আমরা এবং আপনারাও মনে করেন যে সুযোগের বিকাশ ঘটিয়ে প্রাকৃতিক চরম পরিবেশের মাঝেও উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব। এ ব্যাপারে আপনাদের সাথে নিবিড়ভাবে কথা বলেছি শুরু থেকেই, আলোচনা চলছে এখনও। তবে আরো ব্যাপক আলোচনা শুরু হবে এ বছরের শেষ থেকে।

প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তাঃ আমরা মনে করি যে কোন এলাকার উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা একটা বিরাট অন্তরায়। এর জন্য আমরা উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতাগুলোকে যেমন জানার চেষ্টা করছি তেমনি এর শক্তিগুলোকে খুঁজে বের করছি। জাতীয় ভিত্তিতে জানার চেষ্টা চলছে, তেমনি চলছে আপনার ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা জানার কাজ। এ থেকে আমরা সম্ভাব্য বিনিয়োগ উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা দিতে চেষ্টা করব। তবে এ রূপরেখা আপনাদের মতামতের ভিত্তিতেই হবে।

একটি সমন্বিত জ্ঞান ভান্ডারঃ উপরের সবগুলো কাজই তথ্য ও জ্ঞান নির্ভর। উপকূলীয় অঞ্চল সম্পর্কে একদিকে আমাদের জানা অনেক, আবার অন্যদিকে এগুলো সমন্বিত নয় বলে 'অজানা'-ও অনেক। তাই আমরা সম্প্রতি 'মেঘনা মোহনা'র উপর এক 'জ্ঞান ভান্ডার' সৃষ্টি করেছি। এখানে প্রাপ্ত তথ্য এক জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা সহসাই উপকূল অঞ্চল এবং এর জনগণ সম্পর্কিত ব্যবহার যোগ্য তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার কাজ শুরু করব।

মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান কার্যক্রম। এর সফলতা নির্ভর করবে আপনাদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা এবং এর ব্যবহারের উপর। আমরা আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় থাকব।

উপকূল অঞ্চল নীতি সংক্রান্ত কর্মশালা

গত ১২ই মে ২০০৩ বিয়াম-এর সভাকক্ষে প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসের উদ্যোগে "বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল নীতির প্রাথমিক খসড়া" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সায়েফ উদ্দিন কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডস-এর রাষ্ট্রদূত মিঃ জে. ইজারমেনস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতিতে উপকূল অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সৃষ্টির বিষয়টিকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা, উন্নয়ন প্রকল্প এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

পটুয়াখালী জেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক কর্মশালা

গত ৩রা এপ্রিল ২০০৩ ডেপুটি কমিশনার এর সভাপতিত্বে পটুয়াখালী-বরগুনা মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্পের সম্মেলন কক্ষে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় পটুয়াখালীতে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা, উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিনিধি এবং NGO প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শুরুতে ডেপুটি কমিশনার জেলার বর্তমান উন্নয়ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন। তিনি পটুয়াখালীর উন্নয়নে উপস্থিত সকলের সহযোগিতা এবং বিশেষভাবে PDO-ICZMP এর ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন।

কর্মশালার মূল পর্যায়ের আলোচনায় PDO-ICZMP এর টিম লিডার সকলকে তাদের বর্তমান কর্মকাণ্ডের সুবিধা-অসুবিধা গুলো তুলে ধরতে অনুরোধ জানান। পাশাপাশি উপস্থিত সকলের অভিজ্ঞতার আলোকে পটুয়াখালী অঞ্চলের জন্য কী কী কর্মসূচী গ্রহণ করা যায় সেইদিকে আলোকপাত করতে বলেন।

অত্যন্ত প্রাণবন্ত এই কর্মশালায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো আলোচিত হয় ঃ-

- সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা
- ছাগল পালন কর্মসূচী
- মাছ ও গবাদীপশু পালন
- অর্থনৈতিক অবকাঠামো (রাস্তাঘাট, ট্যুরিজম, টেলিযোগাযোগ, ইত্যাদি)
- ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী ও নারী উন্নয়ন
- একত্রে ধান-মাছ চাষ
- জমির উন্নত ব্যবহার ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুশাসন
- পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন
- গবেষণা ও উন্নয়ন

সভায় এ ধরনের কর্মশালা আরও অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয় ঃ-

- এধরণের সভার ধারাবাহিকতা থাকতে হবে।
- পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও সমন্বয় দরকার। এ জন্য অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় পর্যায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা দরকার। এ বিষয়ে PDO-ICZMP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের মধ্যে আরও সমন্বিত যোগাযোগ দরকার। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা সমান ভাবে প্রযোজ্য এবং তা আরও জোরদার করতে হবে।
- জেলাগুলোতে শুধু বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কথাই বেশী আলোচিত হয়। পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও জেলা ভিত্তিক সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী।
- জেলা ও তার নীচের পর্যায়ে আরও সমন্বয় করতে হবে।
- অঞ্চল ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে। সেখানে সকল মূল্যবান সম্পদের প্রতিফলন থাকতে হবে।
- সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

PDO-ICZMP থেকে এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালনের এবং পরবর্তিতে জেলা ভিত্তিক আরও সমন্বিত পরিকল্পনার ধারণা প্রস্তাবিত উপকূল উন্নয়ন কৌশলে অন্তর্ভূক্ত করার আশ্বাস দেওয়া হয়।

তটরেখা ফিচার ঃ মুহুরীর চরে ইপসার কার্যক্রম

মুহুরী চর এলাকায় গড়ে ওঠা নতুন বসতির জন্য চর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সমন্বিত একটি ধারায় সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ ব্যাপারে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে 'ইপসা' কে প্রকল্পের পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান ও দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য তাদেরকে আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চর এলাকায় চাষাবাদ এবং জীবিকার জন্য উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি, নার্সারীসহ বিভিন্ন পেশায় দক্ষ হওয়ার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উপাদান সরবরাহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। শিশু শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ইপসা বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ওয়াটসান (ওয়াটার এণ্ড স্যানিটেশন) কার্যক্রমের মাধ্যমে সমগ্র এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। ভিলেজ স্যানিটেশন সেন্টার, গভীর নলকূপ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, আয়রন অপসারণসহ বিভিন্ন প্লান্টের মাধ্যমে ওয়াটসান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ ১৯৮৫ তে দারিদ্র্য মুক্ত একটি সুষম সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্নকে ধারণ করে এক দল উদ্যমী তরুণের স্বপ্নবীজ থেকে চট্টগ্রামের অদূরে উপকূলীয় অঞ্চল সীতাকুণ্ডে জন্ম লাভ করে ইপসা। শুরু থেকেই মাটি ও মানুষের সংগঠন হিসেবে ইপসা নিজেকে পরিচিত করে তোলার চেষ্টা করছে। ইপসার অধিকাংশ কাজ উপকূলীয় এলাকায় বিস্তৃত।

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সীতাকুণ্ডে ইপসা গড়ে তুলেছে স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, যার মাধ্যমে ইপসা উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের প্রয়াস চালাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে মানুষকে অধিকার সচেতন ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে জনসংগঠন নামে দরিদ্র মানুষের সমন্বিত সাংগঠনিক প্লাটফরম্ তৈরী করা হয়েছে। ইপসা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সরকারী পরিকল্পনা প্রণয়ণে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম ও দুর্যোগ পূর্ব ও পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে ইপসা বড় আঙ্গিকে কাজ করতে আগ্রহী।

- আবদুল্লাহ আল মামুন, প্রোগ্রাম অফিসার, ইপসা।

টেকসই জীবিকার উন্নয়নে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ঃ অংশীদারদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দীর্ঘ ৭১০ কিলোমিটার সমুদ্র সৈকত এবং ১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত বর্ধিত অর্থনৈতিক অঞ্চল সামুদ্রিক সম্পদে সমৃদ্ধ। মাছ ধরা এই দেশের অধিবাসীদের একটি অন্যতম প্রাচীন পেশা। বর্তমানে প্রায় পাঁচ লাখ লোক সাগরে মাছ ধরার সাথে সরাসরি জড়িত এবং প্রায় ২৬ লাখ লোক সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পে নিয়োজিত। এছাড়াও প্রায় চার লাখ লোক চিংড়ি পোনা আহরণের সাথে জড়িত।

৮০টি বড় ট্রলার, ২১,৮৩০টি যান্ত্রিক নৌকা, ২৮,৭০০টি অযান্ত্রিক নৌকা এবং বিপুল সংখ্যক ছোট নৌকা সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত আছে।

বর্তমানে এই সামুদ্রিক সম্পদ হ্রাস পাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। লাগামহীন ও অপরিকল্পিত মৎস্য আহরণ এবং বিভিন্ন ক্ষতিকারক জাল (যেমন, ছোট বেহুন্দি, বড় বেহুন্দি, ঠেলা জাল ইত্যাদি) ব্যবহারকে এর প্রধান কারণ ধরা হয়।

এই আলোকে গত ১৪-১৫ মার্চ ২০০৩ তারিখে "টেকসই জীবিকার উন্নয়নে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ" শীর্ষক একটি কর্মশালা টেকসই জীবিকার জন্য উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের (ই.সি.এফ.সি.) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি কয়েকটি অধিবেশনে ভাগ করা হয়। প্রথমদিন সকালে একটি সাধারণ আলোচনার পরে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ ১১টি দলে ভাগ হয়ে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সাথে নিয়োজিত বিভিন্ন দলের সাথে আলোচনায় অংশ নেন। দলগুলি হলো - ছোট বেহুন্দি, ফাঁস জাল এবং বরশী, বড় বেহুন্দি, মহিলা মৎস্যজীবি, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানীকারক, হ্যাচারী, নৌকা মালিক, সরকারী বিভাগ (গবেষনা ও উন্নয়ন), এনজিও, পোনা সংগ্রহকারী এবং মৎস্য ব্যবসায়ী। উক্ত আলোচনাগুলিতে শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকি (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামুদ্রিক সম্পদের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা, তার কারন এবং প্রতিকারের উপায় জানার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে সকল দলের প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করা হয়।

শক্তি	দুর্বলতা
মাছের সহজ প্রাপ্যতা মাছের ভালো চাহিদা ও দাম বিভিন্ন প্রজাতির মাছ অল্প পুঁজির প্রয়োজনীয়তা পেশাগত দক্ষতা	যান্ত্রিক নৌকার অভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতিকারক মাছ ধরার উপকরণ অপর্যাপ্ত মৎস্য আইন লাইসেন্স প্রথার দুর্বলতা সরকারের অপর্যাপ্ত সহায়তা
সুযোগ	**হুমকি**
ঋণ সহায়তা আইন-শৃংখলার উন্নতি প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন আধুনিক প্রযুক্তি	মৎস্য ভান্ডার বিলীন হওয়া আবহাওয়া পরিবর্তন জলদস্যু পর্যাপ্ত সতর্ক সংকেত প্যারাবন ধ্বংস

উক্ত বিশ্লেষণে মৎস্যজীবিদের কার্যকর সংগঠন তৈরী, মৎস্যজীবিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, মৎস্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ, জনগণের সচেতনতা বাড়ানো ও সরকারের পর্যাপ্ত মনোযোগ অন্যতম করণীয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সি.ডি.এস.পি. অংশীদারদের মধ্যে সংলাপ সভা অনুষ্ঠিত

সি.ডি.এস.পি. এলাকার ভৌত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতিটি পোল্ডারে পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন শুরু হয়েছে। জনগনের মৌখিক ভোটে নির্বাচিত সমান সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধির সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এতে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রতিটি কমিটি সি.ডি.এস.পি প্রবর্তিত বিধিমালা অনুসরণে নিজ নিজ এলাকার স্লুইস পরিচালনা - রক্ষণাবেক্ষণ ও ছোটখাটো পানি ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত। এধরণের কমিটির মোট সংখ্যা এখন ১২।

প্রকল্প পরবর্তী কালে চর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সি.ডি.এস.পি নির্মিত ভৌত অবকাঠামোগুলোর অস্তিত্ব ও পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় এই কমিটি গুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বক্তব্য ও মতামত জানার লক্ষ্যে পি.ডি.ও.-আই.সি.জেড.এম.পি.-র উদ্যোগে ও সি.ডি.এস.পি-র সার্বিক সহযোগিতায় গত জানুয়ারী-মার্চ মাসে প্রকল্প এলাকার চর মজিদ, চর ভাটিরটেক, চর বাগারদোনা-১, চর বাগারদোনা-২, বয়ার চর ও নিঝুম দ্বীপে পর্যায়ক্রমে ৬টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিটি গুলোর কর্মকৌশল, প্রতিবন্ধকতা, চাহিদা, আন্ত ও অন্তঃপ্রতিষ্ঠান যোগাযোগ, অর্থায়ন ও জীবিকার উন্নয়ন সম্পর্কে মত বিনিময় করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৮শে এপ্রিল ২০০৩ তারিখে চর বাগারদোনা-১ এর স্থানীয় "উপমা" অফিসে "টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি নিশ্চিতকরণ" শিরোনামে এক সংলাপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, এক্সটেনশন ওভারসিয়ার, ব্যবসায়ী, এন.জি.ও প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, কৃষক প্রতিনিধি, মৎস্যজীবি, এল.সি.এস প্রতিনিধি, পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও এন.জি.ও দল সদস্য।

মূলতঃ টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি বাস্তবায়নে প্রকল্প এলাকার অন্যান্য অংশীদারদের মতামত যাচাই করার উদ্দেশ্যে পোল্ডার স্তরে উল্লেখিত সংলাপ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিনিধিদের কর্মকৌশলগত আলোচনা কমিটি সম্পর্কে উপস্থিত প্রতিনিধিদের ধারনাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি নিশ্চিতকরণে অংশগ্রহণকারীরা তাদের সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তারা জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, কমিটির কাঠামো পুনর্গঠন, কমিটির কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, অর্থায়ন/ অর্থের যোগান ও রেজিস্ট্রেশনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

PDO-ICZMP সম্পর্কে কিছু তথ্য

ICZMP সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের পলিসি নোটের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত Program Development Office-ICZMP একটি বহুখাত ভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং WARPO হচ্ছে প্রধান সংস্থা।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে - এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এখানে চ্যালেঞ্জের বিষয় হচ্ছে এমন একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি বের করা যা এই লক্ষ্যকে একটি অর্থপূর্ণ এবং কার্যকর কৌশলে রূপান্তরিত করবে।

PDO-ICZMP কর্মকান্ডকে কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে ছয়টি ভাগ করা হয়েছে-

১। উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
২। উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
৩। উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
৪। উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
৫। প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
৬। একটি সমন্বিত জ্ঞান ভান্ডার

মূল প্রক্রিয়াটি নীতি থেকে কৌশল এবং কৌশল থেকে বিনিয়োগ কর্মসূচীর প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল। বাকী প্রক্রিয়াগুলো মূল প্রক্রিয়ার সহায়ক।

আমাদের কিছু সাম্প্রতিক প্রকাশনা

- WP008 : ICZM Dialogue on Conceptualization & Design Proceedings & Position Paper November 2002
- WP009 : Coastal Zone Management: an Analysis of Different Policy Documents January 2003
- WP010 : Status of Implementation of Selected National Policies April 2003
- WP011 : Coastal Livelihoods - an introductory analysis January 2003
- WP012 : Program For The Poor - a report on social safety nets and micro-credit activities April 2003
- WP013 : Local Level Institutional Arrangements in Khulna-Jessore Drainage Area - a case study May 2003

সংগঠন বা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয় সংক্রান্ত সংবাদ ও তথ্যাদি পরবর্তী বুলেটিনের জন্য পাঠানোর আহ্বান রইল।

PDO-ICZMP নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
PDO-ICZMP
সাইমন সেন্টার (৫ম তলা)
বাড়ী ৪/এ, রোড ২২, গুলশান-১,
ঢাকা-১২১২,
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯৮৯২৭৮৭ এবং ৮৮২৬৬১৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল ঃ pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট ঃ www.iczmpbangladesh.org

তটরেখা

ডাক টিকেট